দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

01

জনমত

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা

গত ১৪-১২-৯৪ইং তারিখে ঘোষিত হলো, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় পর্বের সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার ফলাফল। তাতে দেখা গেলো, চারজন ছাত্র ফেল করেছে। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রছাত্রীদের সাথে এদের পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এদিকে ৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে জানুয়ারী মাসের ১০ তারিখে। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের হাতে সময় আছে মাত্র ২৫ দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে অবশ্যই প্রথম ও দ্বিতীয় পিরিওডিক্যাল (Periodical) পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। কথা হলো, যে সব ছাত্র ফেল করলো তারা কিভাবে এই ২৫ দিনে প্রথম ও দ্বিতীয় পিরিওডিক্যাল-এর ৩৪টি পরীক্ষা দেবে? সাতটি প্র্যাকটিক্যাল খাতা লেখার সময় পাবে কোথায়? আর ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতিই বা তারা নেবে কিভাবে? সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা নেয়া এবং রেজাল্ট দেয়াসহ যাবতীয় কাজ আরও আগেই সম্পন্ন করা উচিত ছিল। তাহলে বর্তমানের পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। এমনও দেখা গেছে, সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়ার পূর্বেই পরবর্তী বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। অতপর সাপ্লিমেন্টারীতে যে কয়জন ফেল করে তারা আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের জীবন থেকে ঝড়ে যায় দু'দুটি শিক্ষাবর্ষ। ইতিপূর্বে এরকম একটি ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আদালতের রায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের ন্যায্য অধিকার পায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা নিয়ে এই হেয়ালীর খেসারত কে দেবে? ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীরা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ?

মোঃ আজিজুল হক অনু
১০৬/সিরাজউদ্দৌলা হল
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলানগর
ঢাকা-১২০৭।